Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফের গদ্যশৈলী

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আব্দুল গফুর
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.7
Pages	57-71
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা । বাংলা বিভাগ । চুয়াল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪০৮ : জুন ২০০১ । প্রকাশকাল : জুন ২০০২ ।

Check for updates

আহমদ শরীফের গদ্যশৈলী

মোঃ আব্দুল গফুর*

আহমদ শরীফ-মানস বহুমাত্রিক জীবনের বহুমাত্রিক প্রশ্নে বিদ্ধ। বাস্তবের সাম্প্রতিক খণ্ড তাঁর মনে বহুমাত্রিক প্রশ্ন তোলে, অতীত সেই প্রশ্নে রসদ যোগায়, বিশ্বসভ্যতা-সংস্কৃতি-দর্শন, বিচিত্র মানব বিদ্যা সে-প্রশ্নকে পুষ্ট করে এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা উত্তর-অনুসন্ধানে ও জীবন-ব্যাখ্যায় তাঁকে সহায়তা দেয়। অতীত-বর্তমানের, দেশের ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহকে তিনি শুধু নিজের মধ্যে বিন্যস্তই করেন না, তাতে যোগ করেন বিশিষ্ট তাৎপর্য। এই যে বহুল ব্যাপ্ত জীবন তিনি নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছিলেন, তাকে ভাষিক রূপ দিতে গিয়ে সমাজ-ইতিহাস-জীবনের ঘটনাপ্রবাহের প্যাটার্নকেই[১] তিনি ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসে, সমাজে, জীবনে যেমন ঘটনাগুলো সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, বৈপরীত্যের বহুল সম্পর্ক-সূত্রে বাঁধা, তাঁর গদ্যেও বিভক্তি-প্রত্যয় সংযোজনে, অনুপ্রাস সৃষ্টিতে, পদ ও পদগুচ্ছের প্রয়োগে সেই একই ধরনের সম্পর্ক-সূত্রের বন্ধন লক্ষ করা যায়। তাঁর গদ্যের রূপকর্ম, শৈলী বা অবয়ব এবং আত্মা জীবনকাঠামো ও আত্মারই প্রতিরূপ। বোধে ও বিষয় চেতনায় অবিরাম প্রশ্নবিদ্ধ বলে তাঁর পদ ও পদগুচ্ছের দ্যোতক (ধ্বনি) ও 'দ্যোতিত' (ব্যাঙ্গার্থ, লক্ষণার্থ, অভিধেয়ার্থ) অতীত ও কালিক ইতিহাসের প্যাটার্নের বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর গদ্যের ভঙ্গিতে ন্যায় ও গাণিতিক বুদ্ধি প্রবল। আহমদ শরীফের গদ্যশৈলীর মূল ভিত্তিতে যে-পদগুচ্ছ, তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল–

'অতীতাশ্রয়ী, ঐতিহ্যপ্রিয়, অতীতমুখী', 'অন্যায় ও অন্যায়কারী', 'অজ্ঞ-অনক্ষর-অদৃষ্টবাদী', 'অস্ত্র-বস্ত্র,' 'অসমন্বিত, অসম,' 'অনুরক্ত-অনুগত', 'অসূয়া-অবিশ্বাস-অপ্রীতিমুক্ত', 'অনন্য ও অসামান্য,' 'অতুল্যতা ও অসামান্যতা,' 'অভাবে-অসামর্থ্যে,' 'অর্থ-বিত্ত-শিক্ষা', 'অজ্ঞ-অনক্ষর', 'অপকর্ম-অপরাধ-অর্থআত্মসাত', 'অনুকরণে-অনুসরণে', 'অনুসারী, অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত' 'অডিয়ো-ভিডিয়ো', 'অশিক্ষা,-অস্বাস্থ্য', 'অনাহার, অর্ধাহার', 'অ্যাটমিক-ইলেকট্রনিক-প্রোটনিক-নিউট্রোনিক', 'ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-লাভ-লিপ্সা-জিগীষা','আজলাফ-আতরাফ','আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-পড়িয়েদের', 'আহত, নিহত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত,' 'আর্থিক-শারীরিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক-আচারিক', 'আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে-লড়িয়ে', 'আশা-প্রত্যাশার', 'আনন্দ-যন্ত্রণার', 'আচারে-আচরণে', 'আবর্তন-বিবর্তন-উদবর্তন', 'আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে', 'আনাড়ি-আনাড়িপনা',

---

* উপাধ্যক্ষ, খিলগাঁও মডেল কলেজ, ঢাকা।

'আদেশে-নির্দেশে পরামর্শে-হুকুমে-হুমকিতে', 'আবেগ-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-উল্লাস-আনন্দ-আকুলতা-আকুতি', 'আচারিক ও পার্বণিক', 'আশা-আশ্বাস', 'আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে', 'আদর্শিক-প্রায়োজনিক', 'উন্নয়নের-উন্নতির-উৎকর্ষের', 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া', 'কায়া, ছায়া ও মায়া', 'একত্বে ও একাত্মতায়', 'খণ্ড-ক্ষুদ্র', 'কৌশলে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে', 'ক্ষোভে-জ্বালায়', 'কুটির-চাটাই-গামছা-লুঙ্গি-শিকা-হাড়ি-সানকি', 'কামার-কুমার-চামার-কাঁসার-তাঁতী-হাড়ি-ডোম-জেলে-চাঁড়াল-বাগদী-ধোপা-নাপিত-তেলী-গোপ-কেউট', 'কেরানী-গোমস্তা-ন্যায়েব', 'জ্ঞানী-কর্মী-মনীষী-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানী সাংবাদিক-স্বাদেশিক', 'ক্ষমায়-প্রতিহিংসায়', 'কাঠিন্যে-কোমলতায়', 'ক্ষোভ-বিদ্বেষ-ঈর্ষা', 'কারু-দারু-চারু', 'গুণ-মান-মাপ-মাত্রা', 'গাল্পিক-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক', 'গৃহী-গৃহস্থ', 'জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-মনীষা-মনস্বিতা-সততা', 'জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বিজ্ঞতা', 'গ্রহণ-বর্জন', 'জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস', 'গৌরব-গর্ব', 'গুণী-জ্ঞানী', 'ঘরে-সংসারে', 'গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, দালিক, সাম্প্রদায়িক, জাতিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক', 'ঘৃণা-বিদ্বেষ-বিদ্রূপ', 'গুণ-মান-মাহাত্ম্য', 'যুক্তির ও যন্ত্রে', 'জীবনাভূতি-জীবনোপভোগ', 'জীবন-জীবিকা', 'জীবনেতর জীবনের', 'জগৎ-জীবন', 'জানা-বোঝা-মানা', 'জন্মের, জীবনের ও জগতের', 'জীবনের, জগতের ও স্রষ্টার' 'কথায়-কাজে', 'কাড়া-মারা-হানা, ঔদ্ধত্যে-আস্ফালনে', 'ঋণে-দানে-ত্রাণে', 'ঋণে, দানে, অনুসরণে ত্রাণে', 'জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-জিজ্ঞাসা-কৌতূহল', 'খ্যাতি-ক্ষমতা-বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত', 'ছোট-বড়-মাঝারি', 'চিন্তা-চেতনা', 'ছল-চাতুরী', 'চিন্তায়-চেতনায়-রুচিতে-ফ্যাশনে', 'চর্যায়-চর্চায়', 'চণ্ড-চণ্ডীর', 'গণেশের, শীতলার, ষষ্ঠীর, মনসার, শনির, যক্ষের, বাসুলীর', 'ছলনায়-সরলতায়', 'চাকুরে-মহাজন-জমিদার', 'ছল-প্রতারণা', 'চলনে-বলনে, ছল-চাতুরী-শঠতা-কপটতা', 'তারতম্য-বৈষম্য', 'তুক-তাক-দারু-টোনা', 'তাঁতী-তেলী-ডোম-নিকারী', 'উদ্যম-উদ্যোগ-মন-মনন-মেধা-মনীষা', 'এটিলা-চেঙ্গিস-হালাকুরা', 'জানা-জানানো', 'জটা-জটিল', 'কালু-লখাই-মহামদ-সোম', 'ঘোষ-ইছাই ঘোষ-কর্ণসেন-রঞ্জাবতী-ফুল্লরা-মুরারি শীল-ভাঁড়ুদত্ত-খুল্লনা-লহনা-দুর্বলা-বড়াই-হীরা', 'কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি ও ঠেলাঠেলি', 'ঠাট্টা-মস্করা-পরিহাস-উপহাস-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ', 'দুর্বল-নিঃস্ব-নিরন্ন', 'দান-অনুদানে', 'দলনে-দমনে-ধমকে-ধমকিতে', 'দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের', 'দানে-দাক্ষিণ্যে', 'দেখে-জানা', 'ধনে-মনে-গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়', 'ধর্মের, প্রেমের, ক্ষমার, মানবতার', 'দ্বন্দ্ব-সংঘাত-স্বাতন্ত্র্য', 'দুর্জন-দুর্বৃত্ত, দর্পে-দাপটে', ধনী-মানী-সর্দার', 'বিরোধ-বিবাদ, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব', 'দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-লাভ-লোভ', 'দোষে-গুণে', 'দুঃখ-বেদনার', ধনে-মানে-যশে-দর্পে-দাপটে', 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি', 'দেহের-প্রাণের-মনের-মগজের-মননের-মনীষার', 'দারিদ্র্যে-ঐশ্বর্যে', 'ধন-মান-যশ-শিক্ষা-ক্ষমতা', 'দৌর্বল্য-দুর্দশা', 'দেবতা-উপদেবতা', 'দর্প-দাপট', 'ধন-সম্পদ, ধন-মান-যশ', 'দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের', 'ধনী-নির্ধন', 'নিষ্ক্রিয়-নির্বুদ্ধি-নির্জ্ঞান, নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব-নিরাপদ', 'নির্বিরোধে, নির্বিবাদে, নিরুপদ্রবে ও নিরাপদে', 'নিঃসঙ্গ নিভৃত', 'ন্যায়-অন্যায়', 'নিখাত-নিখুঁত', 'নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে', নিঃস্ব-নিরক্ষর', নিয়ম-নীতি','নদেরচাঁদ-মহুয়া-হোমনা-মদিনা-দুলাল-মলুয়া-আয়না-ফিরোজ-সখিনা', 'নিষ্ঠুরতায়-করুণায়', 'প্রকাশ-বিকাশ', 'প্রেরণা-

প্রণোদনা-প্রবর্তনা', 'প্রবঞ্চনা-প্রতারণা', 'পরিহাস-উপহাস-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ', 'প্রয়াস-প্রযত্ন', 'পারিবারিক-সামাজিক-নৈতিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক-ব্যবহারিক', 'প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা', 'পক্ষে-বিপক্ষে', 'পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী, পরবুদ্ধিচালিত,' 'পরিশীলিত-পরিমার্জিত', 'পরীক্ষণের, পর্যবেক্ষণের, নিরীক্ষণের ও সমীক্ষণের,' 'প্রাকৃত-অপ্রাকৃত', 'প্রবাদে-প্রবচনে', 'প্ররোচিত-অনুপ্রাণিত', 'প্রতিবেশ ও পরিস্থিতি', 'প্রমাণে অনুমানে' 'প্রত্যয় ও পত্যাশা', 'প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয়', 'প্রেমে-ঘৃণায়', 'প্রতিকারে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধে-প্রতিরক্ষায়', 'পাত্তন, কমিশন, বখশিস, উপহার, উপঢৌকন', 'প্রেয় ও শ্রেয়' 'পরিমার্জন, সংশোধন, পরিবর্ধন, অনুশীলন ও পরিচর্যা প্রবণ', 'পরিচর্যা-আস্ফালন-প্রচার-প্রচারণা', 'পুঁজি-পাথেয়', 'পীর-মোল্লা-গুরু-পুরোহিত', 'পণ্ডিত-মুর্খ-পাগল-পঙ্গু, ফাঁকে-ফুকুরে', 'পন্ডিত-মুর্খ', 'প্যাগান-পুরাণ-প্রীতির', 'পুনরুজ্জীবন, পুনর্জীবন, পুনর্জাগরণ, পুনরভ্যুদয়, পুনরুদ্দীপন, পুনরুদ্যম, পুনরুদ্বোধন', 'বৈশ্বিক ও বিশ্ব', 'বেত্তা-বক্তা', 'বাস্তব-অবাস্তব', 'বিশ্বাস-সংস্কার', 'বহুধা-বর্ণালি', 'বিপুল ও বিচিত্র', 'বিকাশ-বিস্তার', 'বিধর্মী-বিদ্বেষ', 'বিরোধ-বিবাদ', 'বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি', 'বিচিত্র, বহুমুখী এবং বিপুল', 'বৃত্তি বেসাত', 'বৈষ্ণব-পাঠক-কথক-গায়ক', 'বিজিত-বিজেতা', 'বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী', 'বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতি', 'বেণে-বুর্জোয়া-আমলা-ঠিকাদার', 'বিজ্ঞান-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি', 'বিশ্বাস-সংস্কার-ভয়-ভক্তি-ভরসা-ধারণা-আস্থা', 'বিনাশ-বিলুপ্তি', 'বিপদ-বিপর্যয়', 'বিচলন-বিপর্যয়', 'বিদ্যায়-বিত্তে-বিজ্ঞানে', 'বুকে-মুখে', 'ব্যঙ্গ-ব্যজস্তুতি', 'বৃত্তি-প্রবৃত্তি', 'বেণে-বুর্জোয়া', 'বেণে-সর্দার-মাতবর-মেয়র-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রী-মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-টাউট', 'বেণে-আমলা-কর্মচারী-দোকানী-কারখানী-সংসদ-মন্ত্রী', 'বৃত্তিক-প্রবৃত্তিক', 'বিবেক-বিবেচনা-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য', 'বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা-চিন্তা-চেতনা', 'বুকের ও মুখের', 'বিপুল-বিশাল', 'বিরাগ, বিরক্তি, সন্দেহ, অবিশ্বাস, আনাস্থা, অনির্ভরতা, বর্জনস্পৃহা, উপযোগ, অস্বীকৃতি', 'বিবর্তন-পরিবর্তন,' 'বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য', 'ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-রুচি-মন-মনন', 'ভাত-কাপড়-নিবাস-নিদান-চিকিৎসা-স্বাস্থ্য-শিক্ষা', 'ভূমি ও ভূমা' 'ভাব-চিন্তা-অনুভব', 'ভাব-ভাষা-বিষয়-রূপ-রস-নীতি-আদর্শে', 'ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ', 'ভাবে-ভাবনায়', 'ভয় ও ভরসা', 'ভালো-মন্দ-মাঝারি', 'ভোগে-উপভোগে', 'ভোগী-ভোগেচ্ছু,', 'মহিমা-মাহাত্ম্য', 'মনন-মনীষায়', 'মানে-মাপে-মাত্রায়', 'মিল-ফ্যাক্টরী-কারখানা', 'মতে-পথে-সিদ্ধান্তে', 'মন-মত-রুচি-সংস্কৃতি', 'মনে-মানসে', 'মহত্ত্ব-মহিমা', 'মাঠ-বাট', 'মন-মনন', 'মন্ত্র-তন্ত্র-পূজা-অর্চনা', 'মূল্য-মর্যাদা, মূল্য-মাহাত্ম্য', 'মেধাবী-মেধাহীন', 'মনে-মেজাজে', 'মৌর্য-কাম্ব-শুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল', 'মহত্ত্বে-করুণায়', 'মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব', 'মানবিকতা, মানবতা, মনুষ্যত্ব', 'মনের, মতের, মন্তব্যের', 'সিদ্ধান্তের ও মীমাংসার', 'মহত্ত্বে-ইতরতায়', 'হায়া-শরম-সংকোচ-আত্মসম্মানবোধ', 'রাজা বাদশাহ রাষ্ট্রপতি', 'রাজনৈতিক-দেশপ্রেমী-জনসেবী', 'রীতি-রেওয়াজ', 'রূপ ও রূপসী', 'হননে-দহনে-লুণ্ঠনে', 'লঘু-গুরু', 'লৌকিক-অলৌকিক', 'লাভ-ক্ষতি', 'হর-গৌরী, মনসা, চণ্ডী, সত্যপীর, দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজী', 'রোগ-শোকের', 'হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসা',

'লাবণ্যে-কৌৎসিত্যে', 'লুণ্ঠণ-শোষণ', 'যন্ত্রে-অস্ত্রে-অর্থে', 'জোর-জুলুম', 'হুকুমে-হুমকিতে-হুঙ্কারে, হামলায়', 'যাচাই-বাছাই', 'রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ', 'ঢক-ঢৌলক', 'যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল', 'স্তবে-স্তুতিতে-প্রশস্তিতে-পদলেহিতায়-তোয়াজে-তোষামোদে', 'শ্রুত, প্রাপ্ত, জ্ঞাত', 'সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম', 'স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর, স্বচ্ছন্দ', 'সুখে-স্বচ্ছন্দে-আরামে-আনন্দে', 'সংযম-সুরুচি-সংস্কৃতি', 'স্বস্তি-সুখ-আনন্দ', 'সুনীতি-সুশাসন-সুবন্টন', 'সাহিত্য-সংস্কৃতি', 'শঙ্কর-লুথার-রামমোহনরা', 'শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, প্রশাসনিক', 'সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য', 'শ্রুতি-স্মৃতি', 'সাম্য-সমতার', 'স্বাদেশিক-স্বাজাতিক', 'সার্বক্ষণিক-সার্বত্রিক', 'সেবায়-সৌজন্যে', 'শাসক-শাসিত', 'সাফল্য-ব্যর্থতার', 'সৈনিক-সেনানী-সদাগর-শাসক-প্রশাসক-শাসনকর্তা-বাদশাহ-সুলতান', 'স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার', ' সাফল্য-ব্যর্থতার', 'শিল্পে-সাহিত্যে-ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে', 'সশ্রম, সতর্ক, সচেতন', 'সরু-সংকীর্ণ', 'স্বস্তি ও শক্তি', 'শেখ-সৈয়দ-পাঠান-কাজী-মোল্লা-জোলা-কারিগর', 'সাধ্য ও সাধ্যের', 'শাসক-শাসিত', 'শুনে-পাওয়া', 'সুযোগ-সুবিধা', 'স্বশাসন ও স্বাধিকার', 'সামন্ত-সনাতন', 'শত্রু-মিত্র-আশ্রয়-প্রশ্রয়', 'স্বাজাত্য-স্বাদেশিকতা', 'সিদ্ধান্তের ও মীমাংসার', 'স্থূল-সূক্ষ্ম', 'সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে', 'সহযোগী ও সহযাত্রী', 'সূর্যসেনী-সুভাষী', 'শাস্ত্র-সমাজ-সরকার', 'সেকান্দর-সাইরাস-অশোকরা', 'সলোমন-নওশেরোঁয়া-দানিয়াল-ধর্মপাল', 'স্বধর্মীর-স্ববর্ণের', 'স্বভিটেয়, স্বঘরে, স্বদেশে', 'শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া', 'স্বাদেশিক-স্বাজাতিক'। ভাব ও বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বেদ রূপায়ণে তিনি অভিন্ন ও ভিন্ন, একক ও গুচ্ছাকৃতির পদ বাক্যে যেভাবে সমর্পিত করেছেন, তা পর্যবেক্ষণ করে প্রায় ৫০টি প্যাটার্ন চিহ্নিত করা যায়।

আসলে তিনি অভিন্ন পদের এক বা একাধিক গুচ্ছের সাথে ভিন্ন প্রকৃতির পদের এক বা একাধিক গুচ্ছ, কিংবা অভিন্ন পদের এক বা একাধিক গুচ্ছের অভিন্ন বা ভিন্ন প্রকৃতির পদ সম্পৃক্ত করেন। যেমন, বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াপদের গুচ্ছের সাথে বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াপদের একক রূপ বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত হয়। আমাদের মতে, এটি তাঁর গদ্য-শৈলীর মূল ভিত্তি। মননের সাথে আবেগ ও সৌন্দর্য বোধের চাপ জীবন ও বাস্তবানুষঙ্গে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিচিত্র আকার আকৃতির পদগুচ্ছ ও বিভিন্ন প্রকৃতির প্যাটার্ন তাঁকে বাক্যে প্রয়োগ করতে হয়েছে। উল্লেখিত প্যাটার্ন ছাড়াও ভিন্ন প্যাটার্ন থাকতে পারে তাঁর রচনায়, কিন্তু সেখানেও উল্লেখিত পদ-পদগুচ্ছের বিন্যাসগত একটা রকমফের ফুটে উঠবে।

পদ ও পদগুচ্ছের প্যাটার্ন প্রয়োগে তিনটি প্রবণতা আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে : ক) একটি বাক্যে একটি মাত্র প্যাটার্ন, খ) একটি বাক্যে দুটি মাত্র প্যাটার্ন, গ) একটি বাক্যে দুইয়ের অধিক প্যাটার্ন প্রযুক্ত হয়েছে। প্যাটার্নের এই বিচিত্র প্রয়োগ দ্যোতিত বিষয়ের বৈচিত্র্য ও পরিধির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এখন আমরা কথিত প্রবণতাভিত্তিক বিভাজন ও গুচ্ছাকৃতির পদের সাথে জীবনের বহুমাত্রিকতার সংযোগ-সম্পর্কের বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে অনুসরণের চেষ্টা করছি।

(ক) একটি বাক্যে একটি মাত্রা প্যাটার্নের প্রয়োগ

১) স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতার নির্মোক মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধি প্রসূত বিশ্বচেতনা দিয়ে তাঁর কাব্যজগৎ যেমন রচনা করেছিলেন, তেমনি করে তাঁর ব্যবহারিক ভুবন নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন।[২] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ + বিশেষ্য+ক্রিয়া]

'স্বাজাত্য' ও 'স্বাদেশিকতা' অর্থের বিচারে পরস্পরের পরিপূরক। 'স্বাজাত্য' শব্দের সঙ্গে জাত,, ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি ঐতিহ্য প্রভৃতি জড়িত, আর 'স্বাদেশিকতা' এসবের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত অনুরক্ত অনুভূতি। 'সৌন্দর্যবুদ্ধি-প্রসূত বিশ্বচেতনা' অনুভূতির নিগড় থেকে মুক্তির ফল। গদ্যশিল্পী এখানে রবীন্দ্র-চিত্তমুক্তির ব্যাপ্তি ও বেদকে নির্দেশ করেছেন 'নির্মোক', 'স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা' পদ ও পদগুচ্ছের প্রয়োগে। অর্থের দিক থেকে যেমন সাদৃশ্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য ঘটেছে, ধ্বনিতে তেমন ধর্ম বিদ্যমান। 'স্বাজাত্য' ও 'স্বাদেশিকতা' শব্দ দুটিতে শ, স, ত, সদৃশ, জ ও ক বিসদৃশ; 'স্বাদেশিকতা' ও 'নির্মোক'-এর মধ্যে শুধুমাত্র 'ক' সদৃশ, অন্যেরা বিসদৃশ।

২) এ জন্যেই কৃষিজীবী মানুষ বা সমাজই একসময় গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে ছিল শ্রেষ্ঠ।[৩] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ]

আরণ্যক, যাযাবর, পথিকবৃত্তির জীবন থেকে স্থির আশ্রয়ের কৃষিজীবন বেশি করে আশা-আকাঙ্ক্ষার-বাসনা পূর্তির সহায়ক। এজন্যেই কৃষিজীবী সমাজ শ্রেষ্ঠ। 'গুণ', 'মান', 'মাহাত্ম্য' লক্ষণার্থে সদৃশ। এদের সদৃশ ধ্বনি ণ, ন, ম। 'মান' ও 'মাহাত্ম্যে' ভিত্তি হচ্ছে গুণ। গুণ অর্জনের ব্যাপার, 'মান' দশজনের স্বীকৃতির ব্যাপার। 'মান' সমাজ সংকেত, গুণ-মাহাত্ম্য ব্যক্তি-সংকেত। শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি এখানে ব্যক্তির ও সমাজের মূল্যে ও সত্যে স্বীকার করা হয়েছে।

৩) এমনি সরকারের পক্ষে সুনীতি-সুশাসন-সুবন্টন কি সম্ভব?[৪] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ]।

সুশাসনের ভিত্তি সুনীতি ও সুবন্টন, আর সুনীতি তখনই বাস্তবতা লাভ করে, যখন তার মূলে থাকে সুবন্টন। 'সুবন্টন' প্রধানত অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে, 'সুনীতি' রাজনৈতিক, নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে, সুশাসন দেশ-মাটি-মানুষ সম্পৃক্ত সামগ্রিক কর্মের সুশৃংখল ও সুবিবেকী বিন্যাস প্রসঙ্গের ইঙ্গিতবাহী। 'স' ধ্বনি তিনটি পদের মধ্যে সাম্যগত বন্ধন সৃষ্টি করেছে।

৪) মধ্যযুগ অবধি তাদের দেহ-মনের দুর্ভোগ-দুর্দিনকে তারা বিধিলিপি বলেই জেনেছে।[৫] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+ক্রিয়া]

সময়ের ও অস্তিত্বের ভেতর-বাইরের যন্ত্রণাক্লিষ্ট রূপই গতর-খাটা মানুষের অনিবার্য নিয়তি। মানবিক অস্তিত্বনিরপেক্ষ কালের কোন নিজস্ব 'সু' বা 'কু' নেই। 'দিন' তাই 'সু' বা 'কু' নয়।

মানবিক 'সু' 'কু'র প্রেক্ষিতেই 'দিন' 'সু' বা 'কু' হতে পারে। তাই 'দুর্দিনের' ভিত্তি 'দুর্ভোগ'। তাই 'দুর্দিন' ও 'দুর্ভোগ' পরস্পরের অনুষঙ্গী। আর এদের ব্যাপ্তি নির্বিত্তের 'দেহ' ও 'মনে', সমগ্র অস্তিত্বে। পদগুচ্ছে, 'দ' 'ন' সদৃশ, অন্যেরা বিসদৃশ।

৫) উনিশ শতকে একদল জ্ঞানী-কর্মী-মনীষী-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক-স্বাদেশিক-চিকিৎসক-শিক্ষক-প্রকৌশলী কলকাতা শহর মাতিয়ে তুললেন।[৬] [প্যাটার্ন : [বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+ক্রিয়া]।

শিল্প-সাহিত্যে সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি, ইতিহাস-দর্শনে মনন-শক্তি, বিজ্ঞানে উদ্ভাবনী-শক্তি, এক কথায় যৌবনোচ্ছল, সৌন্দর্য-চঞ্চল প্রশ্নমুখর বিচিত্র শক্তি পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে কলকাতা শহরে জীবনের বন্যা বইয়ে দিল। জেগে ওঠার বহুরমাত্রিকতার নির্দেশক রেখাঙ্কিত পদগুচ্ছ। জ্ঞানী, মনীষী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক ইত্যাদি শব্দ পরস্পর অনুষঙ্গবাহী ও ব্যঞ্জনার্থে পরস্পরের পরিপূরক। 'ক' ধ্বনিসূত্রে 'সাহিত্যিক', 'দার্শনিক' 'ঐতিহাসিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'সাংবাদিক', 'স্বাদেশিক' প্রভৃতি শব্দ গ্রথিত। অন্তর্জগতে ভাবানুষঙ্গে বা ভাবপরিমণ্ডলে ভাবের এককগুলোতে সাদৃশ্যের কারণে ধ্বনিগত এই সাদৃশ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলমের মুখে এসে পড়েছে সবেগে।

৬) তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ইতিহাস-চেতনা এখানে প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত, এই প্রজ্ঞার আলোকে তিনি সমাধান খুঁজেছেন বর্তমানের বিশ্বমানব সমস্যার।[৭] [প্যাটার্ন : [বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ]

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবুদ্ধি ও মনীষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এখানে। প্রজ্ঞার সম্মিলিত শর্ত বা কারণ হচ্ছে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ইতিহাস চেতনা। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরস্পরসম্পৃক্ত। অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের রসদ যোগায়, কখনো জ্ঞানের উৎসও বটে। ইতিহাসের ঘটনাকে কার্যকারণ সূত্রে বিন্যাস, তার বিশিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ, তাতে তাৎপর্য সংযোজন করতে বিজ্ঞানবুদ্ধি সহায়তা দেয়। পদগুচ্ছের শব্দ সদস্যেরা অর্থে ও ব্যঞ্জনায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। আবার 'জ্ঞ' ধ্বনির পটভূমিতে 'জ্ঞান', 'অভিজ্ঞতা', 'বিজ্ঞান', 'প্রজ্ঞা', সদৃশ, 'ন' ও 'জ্ঞ' ধ্বনির প্রেক্ষিতে 'জ্ঞান', 'বিজ্ঞান' সদৃশ, 'ত' ধ্বনির বিচারে 'অভিজ্ঞতা', 'ইতিহাস' সদৃশ।

(খ) একটি বাক্যে দুটি প্যাটার্নের প্রয়োগ

১। বেণে-বুর্জোয়ারা পাশাপাশি ও ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে, তাই তাদের মধ্যে নিত্য-দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা।[৮] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া]

বর্তমান সময়ে বাঙালির জীবন ও সভ্যতার চালিকা-শক্তি বণিক, অভিজাত বুর্জোয়া। পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় প্রশাসনকে, প্রশাসন দমাতে চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে। ফলত আমলা-ফয়লা, বেণে-বুর্জোয়া, সাংবাদিক-শিক্ষক, চিকিৎসক ও ব্যবহারজীবী শ্রেণী হিসাবেই পরস্পরের প্রতি পরস্পর

বীতরাগ, বিতৃষ্ণ, বিরক্ত, বোধ করি রুষ্টও বটে। আর সামাজিক অঙ্গনে একে অপরের ধর-মস্তিষ্ক-দখল করতে না পেরে সম-অবস্থানে বাস করতে বাধ্য হয়। কিংবা সম-অবস্থান থেকে একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে ভূপাতিত করতে চায়। নিত্য-দ্বন্দ্ব ও মারিযারি একারণেই। নিত্য-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সভ্যতার অন্তর্প্রকৃতির ধস ও শূন্যতার চিহ্ন এবং বেণে-বুর্জোয়া শব্দগুচ্ছ তার চালিকা-শক্তির চরিত্র-ভূমিকা নির্দেশক। 'পাশাপাশি' 'ঘেঁষাঘেঁষি' শব্দগুচ্ছ শ্রেণী অবস্থানসূচক। দ্যোতক ধ্বনির মধ্যে শ, ষ, সমধর্মী, 'ব' সদৃশ। সদৃশ ধ্বনি যেন শ্রেণীসূত্রে শ্রেণী সদস্যদের ধরে রেখেছে স্বার্থের সংঘাত সত্ত্বেও।

২। কোন দেশে কোন বিশেষ কালে আকস্মিকভাবে একই সময়ে যদি তেমন একদল শক্তিমানের মনীষা জীবনের সমাজের, সংস্কৃতির, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, দর্শনের, সমাজবিজ্ঞানের কিংবা রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তায়, কর্মে, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে কুসুমের মত বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সেদেশের, সেকালের মানুষের জাতীয় জীবনে রেনেসাঁস ঘটেছে বলে মানতে হবে।[৯] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ + বিশেষ্য + বিশেষণ]

মনীষার প্রযত্নে চিৎপ্রকর্ষের উত্তম ফল হিসেবে যখন মানববিদ্যার বহুল শাখা-প্রশাখা কোন জাতির আবেগে বেগ সঞ্চার করে, তখনই ঘটে জাগরণ, মানব অস্তিত্বের ভেতরে-বাইরে, বাস্তবে-কল্পনায়-মননে-ভাবে এককথায় জীবন সমগ্রতায় লাবণ্য ও দীপ্তশ্রী ফুটে ওঠে। পদগুচ্ছের দুটি প্যাটার্ন সম্মিলিতভাবে কোন জাতির কোন এক সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ পরিস্থিতি বা কালের সমগ্ররূপটি ধ্বনিগর্ভে ধারণ করেছে। বহুমুখ-জীবনের রূপের সমগ্রতা ধরতে দশটি বিশেষ্য (জীবনের সমাজের, সংস্কৃতির, শিল্পের ইত্যাদি) পদ প্রযুক্ত হয়েছে। দশটি বিশেষ্যপদ যেন জীবন ও জাতির মুখ। ষষ্ঠী বিভক্তি 'র' সম্বন্ধবাচক ধর্মের কারণে দশটি বিশেষ্যপদ বা দশটি জগতের বন্ধনসূত্র রচনা করেছে। বাক্যটির এই পদগুচ্ছে একটি জাতির শ্রেষ্ঠ সত্তা ও সত্তার স্বরূপ বুঝে নেওয়া সম্ভব। 'চিন্তায়', 'কর্মে', উদ্ভাবনে' ইত্যাদি পদ রেনেসাঁসের বিচিত্রমুখী কর্মসাধনার অন্তর্গ্রন্থি, 'এ' ও 'য়' সপ্তমী বিভক্তি পদ চতুষ্টয়ের ও দ্যোতিত বিষয়ের নিবিড় বাঁধন।

৩। কাজেই গাঁয়ে-গঞ্জে তুর্কি আফগান-মুঘল আমলে বর্ণহিন্দু ও মুসলিম ছিল অসম, অপ্রতিযোগী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী।[১০] [প্যাটার্ন : বিশেষণগুচ্ছ + বিশেষ্য]

সমগ্র মধ্যযুগে নবদীক্ষিত মুসলমানের নিরক্ত, হতচ্ছন্ন, দাসপ্রায় জীবনের ইতিহাস উল্লেখিত দুটি প্যাটার্নের সমষ্টি; ফলে দ্যোতিত, অভিব্যক্ত। 'তুর্কি-আফগান' ইত্যাদি শব্দ যেমন কাল-পরিধিজ্ঞাপক তেমনি শাসকের কোষ্ঠি নির্দেশক। অসম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি শব্দসদস্যে মুসলিম গণমানসের বৈরীবাস্তব প্রতিফলিত। ধর্মসূত্রে দেশজ মুসলিম শাসকের জ্ঞাতি। কিন্তু কর্মসূত্রে কোনদিনই শাসক শ্রেণীর সাথে শাসিত-শোষিত দেশজ মুসলিমের মর্মসূত্র রচিত হয়নি। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসনেও যেমন সমাজের নিচু তলার এই শ্রেণী রক্তশূন্য ছিল, শাসকের পরিবর্তনে ধর্ম

পরিবর্তন করেও বাস্তবজীবন-ভিত্তির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আবর্তনের পালা অনন্ত, অক্ষয়। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-শাসনে যেমন অভিজাত শ্রেণী রাজদণ্ড ছুঁয়েছে মুসলিম শাসনেও তার বড় রকম হের-ফের ঘটল না। দেশজ মুসলিম কোন দিনই অভিজাতের প্রতিযোগী হওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। বিস্তীর্ণ, বৈরী পরিপ্রেক্ষিতে একটি অংশের ভেতর-বাহিরের জীবন পদগুচ্ছের বিন্যাস কৌশলে এখানে নির্বাক বেদনায় মুখর হয়ে উঠছে। পদগুচ্ছের শব্দ-সদস্যরা স্থানিক, কালিক অর্থনৈতিক সামাজিক অর্থাৎ বিবিধ জৈবনিক মাত্রার প্রকাশক হয়ে উঠেছে এখানে। অসম, অপ্রতিযোগী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভৃতি শব্দের 'অ' ধ্বনির সাম্য যেন নির্বিত্ত মানুষের অসহ অস্তিত্বের ধারক, অস্তিত্বের নেতিবাচক চিহ্ন। দ্যোতক দ্যোতিত বিষয় হর-গৌরী সম্বন্ধ লাভ করেছে।

৪। লক্ষ্য যদি দেশ-কাল-জাত-ধর্মগত হয়—নিরবধিকালের নির্বিশেষ মানব হিতৈষণা যদি অঙ্গীকারভূত না হয়—অর্থাৎ দৃষ্টি ও লক্ষ্য যদি মানবিক ও সামগ্রিক না হয়—তাহলে এ ভুল এড়ানো কোন মর্ত মানবের পক্ষেই সম্ভব নয়।[১১] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ + বিশেষণগুচ্ছ + ক্রিয়া]

Space and time এর বিপুল পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি স্থাপন করে দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের প্রাগ্রসর ভূমিকা-সৃজন সম্ভব। প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের সংকীর্ণ বৃত্তগুলো না ভেঙে ফেললে সমগ্র মানবপ্রবাহের চৈতন্যের সাথে সংযোজনক্রিয়া সম্ভব নয়। এখানে দেশ-কাল-জাত-ধর্ম ইত্যাদি বিশেষ্যগুচ্ছে খণ্ড খণ্ড বৃত্ত এবং 'সামগ্রিক ও মানবিক' বিশেষণগুচ্ছে স্থান ও কালের অসীমতা সংকেতিত। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় দেশে দেশে জাতিসত্তার জাগরণ ঘটে। ধর্মীয় বা ভৌগোলিক তত্ত্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু উত্তরকালে দেখা গেছে এসব সিদ্ধি মানব সংঘকে সংহত করেনি, কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব অচলায়তনের মত দাঁড়িয়ে গেছে। তাই আজকের প্রয়োজন চিন্তায় ও কর্মে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা। গদ্যকার এখানে বিশ্বসভ্যতার সাম্প্রতিক পর্যায়ে জীবনের এই বোধ-চেতনা ও মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয় বরং সামগ্রিকভাবে বিশ্বপরিসরে প্রবলভাবে মানবিক হয়ে ওঠা আবশ্যিক। 'মানবিক' শব্দটি মনুষ্যগুণের সমষ্টিফলের অনুষঙ্গী এবং 'সামগ্রিক' শব্দটি মানবসংঘ ও বিশ্বপরিসরের ব্যঞ্জনাবাহী। এই বিশেষণগুচ্ছ গদ্যকারের মানস-চৈতন্যেরই ভাষিক-প্রতিমা।

গ) একটি বাক্যে দুইয়ের অধিক প্যাটার্নের প্রয়োগ

১। গোত্র-বর্ণ-জাত-ধর্ম চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে এশিয়া-য়ুরোপের বাড়তি মানুষকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ঠাঁই করে দিতে হবে।[১২] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ + বিশেষ্য + ক্রিয়া]

জাত-পাত-ধর্মের প্রচলিত তত্ত্বে মানুষকে খণ্ডিত না করে মানব সংঘের একজন সদস্য হিসেবে মানুষকে শিল্পী দেখছেন মানবিকবোধে ও বিশ্বপটভূমিতে। এজন্য বিশ্বখাদ্য সংকট নিরসনে মানুষকে বিশ্বের মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন এবং এই চিন্তা-সূত্রেই এশিয়া ইউরোপের অতিরিক্ত

মানুষকে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় স্থানান্তরের কথা বলেন। গদ্যকারের চেতনালোককে উদ্ভাসিত করে বাক্যটি তাঁকে আন্তর্জাতিক মানুষ হিসেবে পৃথিবীর মুখোমুখি তুলে ধরে, শুধু তাই নয়, মানব সংঘের সভ্যতার নতুন বাঁকে মোড় নেয়ার ফলকও হয়ে উঠেছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুরনো তত্ত্ব ও ভূগোলভূমির সীমানা অস্বীকার করে নতুন তত্ত্বে, সূত্রে বিশ্ব ভূগোল ভূমিতে তাকে স্থাপন করে। গোত্র-বর্ণ-ধর্ম ইত্যাদি শব্দসদস্য, মানুষের পরিচয়জ্ঞাপক যে পুরনো অভিজ্ঞান, তার বিপরীতে, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, য়ুরোপ প্রভৃতি শব্দ নতুন মানুষের জন্য নতুন অভিজ্ঞান রচনার ব্যঞ্জনা বহন করে। নতুন মোড়ে, জীবনের নতুন মাত্রার জ্ঞাপক হয়ে উঠেছে বর্তমান পদ ও পদগুচ্ছ।

২। আমরা এদেশের শহর-বন্দরের তথাকথিত শিক্ষিত কিংবা লেখাপড়া জানা বড়-ছোট-মাঝারি ধরনের মানের, খ্যাতির, ক্ষমতার ও পদের লোকেরাও মানসিক স্বাস্থ্যের ও মানসিক বিচরণ ক্ষেত্রের দিক দিয়ে নিতান্ত খুপড়ি-ঝুপড়িবাসী বস্তীওয়ালাদের মতই।[১৩] [প্যাটার্ন : বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ]

দেশের শিক্ষিত শ্রেণী সামগ্রিকভাবে নষ্ট ও দুষ্ট। 'শহর-বন্দর' পদগুচ্ছ স্থানিক-ব্যাপ্তি, বড়-ছোট, 'মাঝারি' ও 'মনের', 'খ্যাতির ক্ষমতার' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ শ্রেণীগত বিস্তৃতি এবং 'মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বিচরণ ক্ষেত্রের', 'নিতান্ত খুপড়ি-ঝুপড়িবাসী বস্তিওয়ালাদের মতই' বাক্যাংশ শ্রেণীগত চরিত্র উন্মোচন করে। আমাদের সমাজ সংগঠন পুঁজি ও বাজার অর্থনীতির চোরাবালিতে খাবি খাচ্ছে, আর তার মধ্যে অক্ষর শিখে ও আত্মস্থ করে গড়ে-ওঠা শিক্ষিত শ্রেণী সংকীর্ণ চিত্তের বাসনাবেগে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও লোভে ভিন্ন ভিন্ন মাপের ক্ষতই সৃষ্টি করেছে। চিন্তন-ক্রিয়ার সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলকে কোন ক্রমেই ছিঁড়তে পারছে না। পদগুচ্ছে শিক্ষিত শ্রেণীর মনোভূমি ও জীবনী ভূমির মানচিত্র যথার্থভাবেই অঙ্কিত হয়েছে।

৩। তবু যেহেতু কোন কোন মানুষ আশৈশব (বিশেষগুচ্ছ + বিশেষ্য প্যাটার্ন) শ্রুত, প্রাপ্ত, জ্ঞাত ধারণায় বিনা প্রশ্নে উপযোগরিক্ত গতানুগতিক জীবনযাপন করতে চায় না (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-সন্দেহবশে কিছু কিছু (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণগুচ্ছ+বিশেষণ প্যাটার্ন) শ্রুত, লব্ধ ও জ্ঞাত এবং শাস্ত্র-সমাজ আরোপিত (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ প্যাটার্ন) বিধি-নিষেধ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ-প্রজ্ঞা-পদ্ধতি সম্বন্ধে (ক্রিয়াগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) যাচাই-বাছাই করার সাহসের সঙ্গে শক্তির, বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের এবং ইচ্ছার সঙ্গে উদ্যমের ও উদ্যোগের সংযোগ ঘটে, তখন সে-লোক (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচছ প্যাটার্ন) পিতৃপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কার জ্ঞান-ধারণা, আচার-আচরণ (বিশেষ্যগুচ্ছ + বিশেষ্য+ক্রিয়া প্যাটার্ন) সব পরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে, নিরীক্ষণে, সমীক্ষণে লেগে যান (বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) জ্ঞান-বুদ্ধি-সাহস নিয়ে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণগুচ্ছ+বিশেষ্য+ক্রিয়া প্যাটার্ন) নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামের-

জীবন স্বেচ্ছায় পরিহার করে, স্বেচ্ছায় বুকের আবেগ ও মগজের মননে ঋদ্ধ হয়ে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) প্রচলিত শাস্ত্র-সমাজ-দেশাচার-লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-জ্ঞান প্রভৃতি বর্জন করে, নিজের ভাব-চিন্তা লব্ধ তথ্য (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ প্যাটার্ন) নিজের মন-মনন-মনীষা-জ্ঞান-যুক্তি, অনুগ (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) নতুন মত-পথ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৪। তাই (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) আমরা সাহিত্যে-শিল্পে-দর্শনে-বিজ্ঞানে-ইতিহাসে-সমাজবিজ্ঞানে-অর্থবিজ্ঞানে-নীতিশাস্ত্রে এবং (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ প্যাটার্ন) সততায় চারিত্রিক দাঢ্যের, আদর্শের, নৈতিক চেতনার বিবেক-বিবেচনার ক্ষেত্রে, (বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) ভক্তি-শ্রদ্ধা করবার মতো (বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দেবার মতো, (বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) অনুকরণ-অনুসরণ করার মতো, (বিশেষণগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) দৈশিক-রাষ্ট্রিক ও জাতিক স্তরে (বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) গৌরব গর্ব করার মতো, (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ প্যাটার্ন) সর্বোপরি রাজনীতিক-দেশপ্রেমী-জনসেবীর মধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-মনীষা-মনস্বিতা-সততা সম্পন্ন (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ প্যাটার্ন) উঁচু গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) অনন্য, অসামান্য, অসাধারণ কোন এক বা কয়েকজন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব চাই।

গভীরতার শূন্যতায় আমাদের জীবন ও সমাজ আচ্ছন্ন, স্ব-বিরোধিতায় পথভ্রষ্ট। পুঁজি সভ্যতার আদলে শহুরে সমাজ গড়ে উঠলেও, মধ্যযুগীয়, পশ্চাৎপদ, অদৃষ্টবাদী জীবনদৃষ্টি এখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির সাধনায় ও শক্তিতে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সেই বিপুল স্ফুরণ ঘটছে না যেখান থেকে পথের উপর আলো এসে পড়তে পারে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি মেলে ধরলে শূন্যতা গভীরতর হয়। সেকারণে শিল্পী এখানে সমাজে ও রাষ্ট্রে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বাঞ্ছা করছেন। এই কামনার ব্যাপ্তি ও মাত্রা বাক্যটিতে এভাবে ধরা পড়ে : মানববিদ্যার বিচিত্র শাখার দ্যোতক 'সাহিত্যে-শিল্পে-দর্শনে ... নীতিশাস্ত্রে' পদগুচ্ছ, 'সততায় চারিত্রিক দাঢ্যের ... বিবেচনার ক্ষেত্র' শব্দ ও শব্দগুচ্ছ মহৎ মানবিক গুণাবলি ব্যঞ্জক, 'প্রেরণা-প্রণোদনা ... অনুসরণ করার মত' অংশটি উদ্দীপন ও অনুসৃতির অনুষঙ্গবাহী, 'রাজনৈতিক-দেশপ্রেমী-জনসেবীর ... কয়েকজন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব চাই' ইত্যাদি পদ ও পদগুচ্ছ সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক উপাদানের ইঙ্গিতবহ। একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে সমগ্রজাতির বহুমাত্রিক শূন্যতা ও সে-শূন্যতা পূরণের জন্য বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ উচ্চারণ করছেন শিল্পী। একত্রে সন্নিবিষ্ট পদের গুচ্ছ সংক্ষিপ্ত পরিসরে, সংহত আকারে জাতির সমগ্র চেহারায় শ্রীহীনতার ছবি যেমন রূপ দিচ্ছে, তেমনি দীপ্তশ্রী অর্জনের পথ ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করছে। জীবন ও বাস্তবতা প্রথমে গদ্যকারের মনোজগতে অধিবাসিত হয়েছে, পরবর্তী পযায়ে বুদ্ধি ও জ্ঞান সূত্রে বিশিষ্ট আকার নিয়ে ধ্বনি চিহ্ন আশ্রয় করেছে। এ কারণেই শব্দবহুল পদগুচ্ছ ও পদগুচ্ছবহুল বাক্য নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৫। ১৯৪০ সন থেকে আমরা এ পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর ধরে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) ভেজালে, চোরাচালানে, মজুদদারিতে, প্রতারণায়, বঞ্চনায়, নকলবাজিতায়, নীতি-আদর্শ-বর্জনে, হায়া-মায়া-শরম-সংকোচ পরিহারে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) পরের ধন-সম্পদ আত্মসাতে, (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) শ্রেণীস্বার্থে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি-পাপবোধ বিসর্জনে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ+বিশেষণ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) উচ্চাশী হয়ে হনন-দহন-লুণ্ঠনে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসে, বেকার হয়ে ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তান হয়েও (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) ছিনতাই-রাহাজানি-নরহত্যায় বেপরোয়া, হওয়ার সাহসে, যৌনক্ষুধায় তাড়িত হয়ে ধর্ষণান্তে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) গায়ের পরিচিত নারী-হত্যা, (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষণ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) সত্য-সততা প্রীতিমুক্ত হয়ে, (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) চালবাজি-মিথ্যাচারকে পুঁজি-পাথেয় করে সংসার সমুদ্রে জীবনতরী ভাসিয়ে, (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+ক্রিয়া প্যাটার্ন) অন্যায়ের ও অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা পরিহার করে, ব্যক্তিগত জীবনেও আত্মসম্মানবোধের ও মানবিকগুণের অনুশীলনে অনীহ হয়ে (বিশেষ্যগুচ্ছ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য প্যাটার্ন) শক্তি-সাহস-ধূর্ততা প্রয়োগে (বিশেষ্যগুচ্ছ+বিশেষ্য+বিশেষণ+ক্রিয়া প্যাটার্ন) আমরা দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে অভ্যস্থ হয়ে গেছি।

সামাজিক অবক্ষয়ের সামগ্রিক রূপ বাক্যটিতে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক-নৈতিক কর্মকাণ্ডে এককথায় জীবনের সর্বস্তরে মনুষ্যত্বের উপাদান-উপকরণ বর্তমান সময়ে অনুপস্থিত। রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবস্থাপনার অন্তঃসারশূন্যতা এবং এর বৈনাশিক ও অকল্যাণকর চেহারা তুলে ধরাই এখানে গদ্যকারের মৌল উদ্দেশ্য। 'ভেজাল', 'মজুতদারী', 'চোরাচালান' ইত্যাদি অর্থনৈতিক অসততার, 'হনন', 'দহন', 'ছিনতাই', 'নরহত্যা' প্রভৃতি সামাজিক বিনষ্টির, 'হায়া', 'মায়া', 'লজ্জা', 'সংকোচ', 'ঘৃণা' 'বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি-পাপবোধের' অনুপস্থিতি প্রভৃতি মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিস্বরূপের জ্ঞাপক। বিভিন্ন প্যাটার্নে, পদ ও পদগুচ্ছে এখানে সাম্প্রতিক জীবনের নষ্ট ক্রিয়া প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই যে, প্যাটার্নসমূহের তিনটি বিভাজন দেখানো হল, তার প্রথমটি বিগত শতকের ৬০ দশকের অন্তিমে ও ৭০ দশকের সূচনায় এবং তৃতীয়টি ৯০এর দশকে অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সবসময়ই ক্ষীণভাবে হলেও বর্তমান। *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০) *জীবনে সমাজে সাহিত্যে* (১৯৭০) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথমটি বেশি মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে, অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবণতা অনুপস্থিত নয়। *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন* (১৯৯২), *মুক্তিনিহিত নতুন* চেতনায় *ও মুক্ত চিন্তায়* (১৯৯৩), *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব* গ্রন্থে তৃতীয় প্রবণতা প্রবল। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়। গুচ্ছকৃত পদের এই বহুল-প্রয়োগের পশ্চাতে বহুমাত্রিক জীবনবাস্তবতা যেমন সক্রিয়,

তেমনি তাঁর ব্যক্তিজীবনগঠনের পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশও কম ক্রিয়াশীল নয়: শিক্ষায় আলোকিত তাঁর পরিবার, পিতৃব্য, পণ্ডিত, গবেষক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের জ্ঞান কর্ম ও স্নেহচ্ছায়ায় কৈশোর যৌবনের পরিচর্যা, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত শ্রদ্ধেয় বিদ্বান-শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ ও জীবন- চৈতন্যের বিকাশ। সব কিছুর পারস্পরিক ক্রিয়ায় বাস্তব জগত যে-ভাবে তাঁর মনোজগতে সমর্পিত হয়েছে, বিষয় বোধের তাগিদেই সে-ভাবে ভাষিক-চিহ্ন, পদ, পদগুচ্ছ তাঁর কলমের মুখে আকার লাভ করেছে। তবে আমরা নিশ্চিত, জীবনবাস্তবতাই তাঁর গদ্যশৈলীর নির্মাতা; প্রমাণ হচ্ছে *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন, মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায় ও মুক্ত চিন্তায়* গ্রন্থের সাথে *বিচিত চিন্তার* শৈলীগত পার্থক্য। *বিচিত চিন্তা* রচনার কালে জীবন চলছিল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে, বন্ধনে। কিন্তু গত শতকের ৯০এর দশকে তিনি একেবারেই মুক্ত মানুষ; গণমানবের বিপুল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে চিত্ত তখন বিচরণশীল। ভাষায় মননের সাথে আবেগের, হৃদয়ের উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। একারণে জীবনবাস্তবের অগ্নিদগ্ধ ভার প্রবল বেগে এসে বহুল পদগুচ্ছের প্রয়োগ জরুরি করে তুলেছে। একারণেই পণ্ডিত আহমদ শরীফকে শিল্পী আহমদ শরীফ অনেকাংশে আড়াল করতে পেরেছে।

তাঁর বিভক্তি, প্রত্যয়, অনুপ্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জীবনগত ব্যাপার কিভাবে লিপ্ত হয়েছে এবার সেটি আমরা বোঝার চেষ্টা করছি।

বিভক্তি ও প্রত্যয় দুটো ভূমিকা পালন করেছে— ১) পদগুচ্ছের পরস্পর ভাবানুষঙ্গী পদের মধ্যে বন্ধন সূত্র রচনা, ২) ধ্বনি সাম্যের ভিত্তিতে সৌন্দর্যময় ধ্বনি প্রবাহের জন্ম দেওয়া। 'রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের মূল্যবান উপকরণ', 'কোন আর্থিক-শারীরিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক উন্নতিও হয়নি' বাক্যাংশের 'ইক' সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শরীর, মন ইত্যাদি ভাবানুষঙ্গী পদগুলোকে যেমন বিন্যাস-ক্রিয়ায় সংহতি দিয়েছে, তেমন 'ক' ধ্বনির বারংবার উপস্থিতিতে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে—আলংকারিকের ভাষায় যা অনুপ্রাস। এভাবে 'রক্ষণশীল, গ্রহণবিমুখতা, অসহিষ্ণুতা আর প্রতিক্রিয়াশীলতা আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে' বাক্যাংশে 'রক্ষণশীল, গ্রহণবিমুখ, অসহিষ্ণু, প্রতিক্রিয়াশীল প্রভৃতি মনোভঙ্গিকে 'তা' প্রত্যয়, যেমন গ্রথিত করেছে, তেমন ধ্বনিগত সৌন্দর্যও সৃষ্টি হচ্ছে। 'ভাবতে-খুঁজতে বুঝতে-করতে পারেননি' বাক্যাংশে 'তে' বিভক্তি যেমন 'ভাবা' 'খোঁজা', 'বোঝা,' 'করা' ও 'পারা'র বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যোগাযোগের সিঁড়িটি প্রস্তুত করেছে, এবং এভাবে ভাবা-বুঝা-করা ইত্যাদিকে জড়িয়ে সমগ্র চিন্তন-প্রক্রিয়াটি রূপ নিয়েছে, বিসদৃশ ধ্বনির সান্নিধ্যে 'ত' ধ্বনির প্রবাহে শ্রুতিপথ ও মনোপথ দুই-ই রসে রসসিক্ত হয়। এভাবে 'মানুষ তেমনি জ্বলছে; তেমনি কাঁদছে এবং চিরকাল জ্বলবে এবং কাঁদবে' 'ছে' 'বে' বিভক্তি বর্তমান ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে ভাবব্যঞ্জনাকে ছাড়িয়ে দেয়, পটভূমির দীর্ঘ বিস্তৃতি পাঠক প্রত্যক্ষ করে। 'ছ' 'ব' পরস্পর বিপরীত, 'ছ' অঘোষ মহাপ্রাণ, 'ব' ঘোষ অল্পপ্রাণ। এই দুই-

এর অনুপ্রাস বাক্যকে শ্রুতিমধুর করেছে। 'ভূমিকম্পের মতো মনের নিগড় ছিঁড়ছে, দুখের দেয়ালও ফাটছে, ফুটো হচ্ছে, ভাঙছে' এখানেও 'ছ' ধ্বনি' মনের নিগড়' ছেঁড়া, দুখের দেওয়াল' ফাটা, ফুটা, ভাঙা প্রভৃতি পরিস্থিতির সামগ্রিক চেহারাকে ধারণই করছেনা, ব্যাকরণগত দায়িত্ব (ইতেছে ও ছে, ঘটমান কালের চিহ্ন) কাঁধে নিয়ে যেন বর্তমানকাল ও বর্তমানতার মধ্যে বিষয়-ব্যঞ্জনা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। 'ঘৃণার জুলুম, হিংসার জুলুম, আভিজাত্যবোধের জুলুম, এমনি শাস্ত্রের শাসনের শোষণের, সংস্কারের পেষণের, পীড়নের, বিশ্বাসের, অশিক্ষার, অন্যায়ের, অবহেলার, অনধিকারের দুর্নীতির দারিদ্র্যের, দুর্ভিক্ষের জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার অঙ্গীকার বাক্যাংশে 'জুলুমের' বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে 'র' বিভক্তি সম্বন্ধ বা ধর্মে পরিচিহ্নিত করে, এবং এই ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন দুষ্ট গ্রহকে যোগ করে 'জুলুম' নামক ভয়ংকর, বৈনাশিক নক্ষত্রের সৃষ্টি করেছে; 'শাস্ত্র' 'শাসন' 'শোষণ' 'পেষণ' 'দুর্নীতি' 'অশিক্ষা' 'অন্যায়' 'অবহেলা' দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ জীবন-মুক্তি ও জীবন-গতির বিরুদ্ধ এক একটি অনড় বাধা। বিভক্তি এবং প্রত্যয় গদ্যকারের শৈলী নির্মাণের মূল সূত্রের পোষকতা করছে, অর্থাৎ বহুমাত্রিক বাস্তব প্রসঙ্গের দ্যোতক হয়ে উঠেছে।

বিভক্তি প্রত্যয়ের মত গদ্যশিল্পী আহমদ শরীফের অনুপ্রাসও একদিকে যেমন ধ্বনিকেন্দ্রিক সৌন্দর্যের জনয়িতা, অপর দিকে তেমনি বিচিত্র অনুষঙ্গের মালিনী। তাঁর গদ্যে অনুপ্রাস বিচিত্রভঙ্গিম-বৃত্তানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, আদ্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস; এসব অলংকার প্রায় বাক্যেই উপস্থিত। বিস্ময়কর, সৌন্দর্যময় ধ্বনিপ্রবাহের উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হল।

১। সুন্দর করে বয়ন, শোভন করে রচন, আর কল্যাণমুখী সৃজন তার লক্ষ্য। [ন-ধ্বনির প্রবাহ]

২। মেরে বাঁচা কেড়ে বাঁচা কিংবা বন্টনে বাঁচা। [ব,চ ধ্বনি প্রবাহ]

৩। ভাব-চিন্তা-কর্মেও এসেছে বক্রতা ও বৈচিত্র্য। ['ব' ধ্বনির প্রবাহ]

৪। ..... বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রকাশ স্থান কালপাত্র ভেদে বিভিন্ন। [ব,ত ধ্বনির প্রবাহ]

৫। শুনে শুনে শুধু গণ-মানব নয়, শিক্ষিত লোকও বিচলিত, বিব্রত ও বিগলিত। [ব,ত,শ]

৬। তখন বসতি-বহুল অঞ্চল থেকে মানুষ বসতি বিরল এলাকায় গিয়ে বাস করতে পারবে। [ব,স,ত,ল]

৭। দুর্বার সুপ্তি আছে—আত্মগুপ্তি আছে কিন্তু মৃত্যু নেই। [প্ত]

৮। ভাবজগতে যা কিছু য়ুরোপের দান—তার কতকাংশ নাস্তিক্যজাত হলেও অধিকাংশ আস্তিক্য বুদ্ধির ফল। [স্ত, ক]

৯। নারীকে লোভীর লোলুপ ও লুব্ধ দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হয়। [ল]

১০। স্নেহে সুন্দর, প্রেমে সুন্দর, আনন্দে সুন্দর, বেদনায় সুন্দর। তখন দুর্বৃত্ত সুন্দর, নিপীড়িত সুন্দর, খল সুন্দর, ছলও সুন্দর। [স,ন,দ,র,)

১১। স্বভিটেয়, স্বঘরে, স্বগাঁয়ে, স্বদেশে মানসিকভাবে অসহায় ...। [স]

প্রশ্নবিদ্ধ আহমদ শরীফ দেশ, জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনবাস্তবকে নানা দিক থেকে নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ করেছেন। তাঁর মনোবাস্তবে অধিবাসিত হয়ে, বিভিন্ন তত্ত্ব, চিন্তা-সূত্রে আকার নিয়ে বহুল প্রসঙ্গ এক যোগে কলমের মুখে এসে পড়ে এবং ধ্বনিতে রূপ পরিগ্রহণ কালে স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে পরস্পর অর্থানুষঙ্গী শব্দের দীর্ঘ পদগুচ্ছ এবং পদগুচ্ছের পারস্পরিক দ্যোতন-ক্রিয়ায় নির্মিত হয় দীর্ঘতর বাক্য। এক একটি বাক্য যেন এক একটি পৃথিবী। পদগুচ্ছের শব্দ-সদস্যেরা সে-পৃথিবীর নানা দেশ-মহাদেশ। রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সমাজনীতি, মানবিক ভাবানুভূতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ যা-ই হোক, তার অবয়ব ও আত্মা এক বা একাধিক পদগুচ্ছের পারস্পরিক ক্রিয়ায় তুলে ধরেন শিল্পী শরীফ। যেমন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের নির্বিত্ত, নির্জিত মানুষের জীবনবৃত্ত রচনা ও বাঙালীর ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে মৌর্য থেকে মুঘল পর্যন্ত দীর্ঘ কালখণ্ড একটি পদগুচ্ছের মধ্যেই ধারণা করেন। [মৌর্য-কান্ব-শুঙ্গ-পাল-সেন ..... মোঘল শাসন ও শোষণের খবর আমরা পাই—১নং উদ্ধৃতি দ্র:] পাঠক এই পদগুচ্ছে প্রায় দেড় হাজার বছরের জীবন ও জীবনসম্পৃক্ত বিচিত্রপথ ঘুরে আসেন; চারশ বছরের এবং সমগ্র বাংলার মানবিক শরীর—'ফুল্লরা-খুল্লনা-বেহুলা-রঞ্জাবতী-লখাই-গৌরী ..... মহামদ-মুরারিশীল-ভাঁড়ুদত্ত' প্রভৃতি চারটি পদগুচ্ছ। দীর্ঘ বাক্য রচনায় তাঁর চিন্তন-ক্রিয়ার পদ্ধতি এরকম : প্রথমে পরিস্থিতি, ঘটনা, ব্যক্তি, পরিবেশ, প্রাসঙ্গিকের বিভিন্নমুখী রূপ উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করেন, ন্যায়বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ধরেন, সূত্র নির্মাণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভাষিক রূপ দিতে গিয়ে গাণিতিক বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটান। পদ ও পদগুচ্ছের বিন্যাস রীতিতে গাণিতিক পদ্ধতির ছাপ দুর্নিরীক্ষ নয়; অন্ততপক্ষে 'সেট' 'বিনিময়' ও 'সংযোজন' পদ্ধতি বেশ উজ্জ্বল। একথার অর্থ এই নয় যে, গদ্যকার শরীফ গণিতের সূত্র সামনে রেখে বাক্য নির্মাণ করেন। আমরা বুঝতে চাই, তাঁর মধ্যে কাজ করেছে উচ্চমার্গীয় গাণিতিক ও ন্যায়বুদ্ধি। আর এই জন্যেই তাঁর বাক্য অভ্যন্তরীণ বয়নে সুদৃঢ় এবং লাবণ্যশ্রীতে চিত্ত-মোহিনী; দীর্ঘতর বাক্যগুলো স্খলিতবন্ধন নয়।

পদ ও পদগুচ্ছের বহুমাত্রিকতায়, বিভক্তি-প্রত্যয়-অনুপ্রাসের সৌন্দর্যসৃজন ও কথাবস্তুর বন্ধনসূত্র নির্মাণে তাঁর গদ্য অপূর্ব হয়ে উঠেছে। একটা বিশিষ্ট রীতির গদ্য; যেমন সাগরী রীতি বিদ্যাসাগরের, বীরবলী রীতি বীরবলের ,তেমনি এ রীতি শরীফ-ই রীতি, এই রীতি আহমদ শরীফের। রচনার এই শিল্পায়ন ক্রিয়া অনেক দিন পর্যন্ত পাঠকচিত্তকে রসাবেশে ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. 'বর্ণনা নয়, বিশ্লেষণ আর সমীকরণ ড. শরীফের লেখার বৈশিষ্ট্য।' আহমদ কবির, মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার সম্পাদিত, *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২২)

২. 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা', *বিচিত চিন্তা*, (ঢাকা : ১৯৬৮), পৃ. ৩০০

৩. 'বাঙলার গতরখাটা মানুষের ইতিকথা', *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (ঢাকা : ১৯৭৯), পৃ. ২১

৪. 'দরিদ্র ধনলিপ্সু হয়, শরম সততা হারায়', *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন* (ঢাকা : ১৯৯২), পৃ. ৫১

৫. 'বাঙলার গতরখাটা মানুষের ইতিকথা', *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (ঢাকা : ১৯৭৯), পৃ. ৫১

৬. 'উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ'।

৭. 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও মানবমনীষা', *বিচিত চিন্তা* (ঢাকা : ১৯৬৮), পৃ. ৩৩১

৮. 'বিকার ও নিদান', *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (ঢাকা : ১৯৭৯), পৃ. ৯৬

৯. 'উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ'।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১১. 'ভালবাসার দায়', *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (ঢাকা : ১৯৭৯), পৃ. ৯১

১২. 'খাদ্যসংকট : বিশ্বসমস্যা', *স্বদেশ অন্বেষা* (ঢাকা : ১৩৭৭), পৃ. ১০৭

১৩. 'আমাদের প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস ও আদর্শ নেই, আমরা সংসর্গ দুষ্ট', *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন* (ঢাকা : ১৯৯২), পৃ. ৫৭